প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী হবার পর সি, আই, এর বিখ্যাত তেলেগু লবি সার্থক ভাবে বহু প্রমাণ মুছে ফেলতে সফল হয় রাজীব খুনের প্রস্তুতির ব্যাপারে। আর এটাতো জলের মত স্পষ্ট যে রাজীব খুন না হলে নরসিমা রাও কোনদিনই প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে পারতেন না।

উগ্রপন্থী কার্যকলাপে সাইকোট্রনিকের প্রয়োগ বহাল তবিয়তেই চলে, শুধু ভারতে নয় এই টেকনোলজির হেডকোয়ার্টার্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। একটা ছোট প্রমাণ হয়তো বুদ্ধিমান পাঠককে বুঝতে সাহায্য করবে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা শহরে একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণে ভেঙ্গে যায় ঐ শহরের একটা বহুতল বাড়ী। বাড়ীটার নাম এ্যালফ্রেড মার সেন্টার,বাড়ীটিতে মার্কিন গুপ্তপুলিশ ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা এফ, বি, আইর অফিস অবস্থিত ছিল, আর ছিল একটি শিশুদের ক্রেস, সেখানে কর্মরত মায়েরা অফিস টাইমে তাদের শিশুদের রেখে যেতেন। ঐ বিস্ফোরণে শিশুসহ শতাধিক মানুষ নিহত হয়। বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে পুলিশী তদন্তে ঐ বিস্ফোরণের নায়ক টিমোথি মাকভি নামে এক যুবক গ্রেপ্তার হয়। নিউজউইক এবং টাইমের মত খ্যাতিমান সাপ্তাহিকে মাকভির সম্বন্ধে একটা খবরে বলা হয়েছিল যে মাকভি আমেরিকান আর্মির হয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের পর দেশে ফিরে মাকভি বন্ধু বান্ধবদের বলত যে আর্মির ডাক্তাররা তার নিতম্বে একটা ছোট কম্পুটার চিপস বসিয়ে দিয়েছে যে কম্পুটারের মাধ্যমে মাকভি কি করছে না করছে সেটা আর্মি নজর রাখছে। মাকভি খুব একটা লেখাপড়া করেনি তাই বিজ্ঞান ব্যাপারটা তার বোধগম্য ছিল না। আসলে মাকভির মাথাকে সাইকোট্রনিক কমান্ড দ্বারা পরিচালিত করা হচ্ছিল। সাদা বাংলায় মাকভি ছিল একজন জোম্বি এবং কম্পুটার কমান্ডের মাধ্যমে মাকভিকে পরিচালনা করা হয়েছিল ঐ বিস্ফোরণ ঘটাতে। মার্কিন পরমাণু গবেষনা কেন্দ্র লস আলামসের দিকে সন্দেহের তীর নিক্ষেপ হয়েছিল কারণ সাইকোট্রনিক প্রয়োগ নিয়ে চূড়ান্ত গবেষণা ওখান থেকে পরিচালিত হয়। জন এ্যালেকজান্ডার নামক লস আলামসের নন লেথেল ওয়েপনের প্রজেকট ম্যানেজার সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন যে সাইকোট্রনিক এমন একটা গোপন অস্ত্র যেটা কোন অবস্থাতেই প্রমাণ করা যাবে না যে প্রয়োগ করা হয়েছে। মিন্টার এ্যালেকজান্ডার ঠিক কথাই বলেছেন, কোন প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট, এক্সরে, সিটি স্ক্যান অথবা কোন কিছুর মাধ্যমেই প্রমান করা যাবে না যে দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে একজনকে ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

সম্ভবত রাজীব গান্ধী সম্পাদিত নন লেথাল ওয়েপন সংক্রান্ত যৌথ ভারত মার্কিন গবেষণায় ভাবা পরমাণু কেন্দ্র এবং লস এ্যালামস গবেষণাগার একসঙ্গে কাজ করে থাকে এবং সেটা চূড়ান্ত গোপনীয়। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে এল, টি, টি, ইর প্রেরিত রাজীবের ঘাতকদের সঙ্গে ম্যাকভি এবং তার দলবলের প্রতিহিংসা পদ্ধতির মিল আছে।

১৯৯৩ সালের ১৫ই এপ্রিল সংখ্যায় ইণ্ডিয়া টুডে প্রকাশ করেন যে কলকাতার তপন সরকার পেশায় একজন উচ্চপদস্থ এক্সজিকিউটিভ এবং এম. বি. এ ডিগ্রিধারী। শ্রী সরকার অভিযোগ করেছেন যে কোন উন্নত কম্পুটার ব্যবস্থার মাধ্যমে তার মাথা থেকে তার অতীতের ঘটনাবলি কেউ জেনে নিয়েছে এবং বর্তমানে তিনি কি চিন্তা-ভাবনা করছেন সেটাও কেউ জেনে নিচ্ছে। শ্রী সরকারের বাড়ীর লোকজন ওনাকে পাগলের ডাক্তার দেখাচ্ছেন এবং ডাক্তার বলেছেন "এটা সিজোফ্রেনিয়া"। ব্যাপারটা যে সাইকোট্রনিক সেটা ডাক্তার বাবুর বিদ্যা বুদ্ধিতে নেই। অশিক্ষিত মাকভি তবু নিতম্ব অবধি চিন্তার স্তরকে নিয়ে যেতে পেরেছিল, কলকাতার ডাক্তার ততদূর যেতে পারেনি। অতিসম্প্রতি এই দু হাজার এক সালে, পেশায় চার্টার্ড একাউন্টেট দেবী প্রসাদ পাল, কলকাতা হাই-